১৭-০২-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন ঈশ্বরীয় জ্ঞান-রত্নের সম্পদে পালিত হচ্ছো, তাই তোমাদেরও কর্তব্য হল, এই জ্ঞানরূপ সম্পদকে বিলিয়ে দিয়ে সবার কল্যাণ সাধন করা।"

প্রশ্ন :- মায়ার গ্রহের প্রকোপে বিঘ্ন দেখা দিলে, বাচ্চারা তখন কি এমন আশ্চর্য জনক খেলা খেলতে পারো ?

উত্তর :- যখন মায়ারূপে গ্রহের প্রকোপ বা বিঘ্ন আসে, তখন সর্বোচ্চ বাবা, শিক্ষক, সদগুরু এই তিনরূপকেই জগতের মানুষেরা ভুলে যায়। এটাই খুব আশ্চর্যের বিষয় যে, খুব ভালো ভালো নিশ্চিত বুদ্ধির বাচ্চারাও এটা মানতে পারে না। যদিও তারা এই জ্ঞানের কথা খুবই আশ্চর্যের সাথেই শোনে, সবাইকে শোনায়ও, তারপরেও তারাই আবার এ পথ থেকে সরে যায়। যদিও এখন তারা মাম্মা, বাবাকে স্মরণ করে, কিন্তু তারাই আবার পরে অদৃশ্যও হয়ে যায়। তার কোনও কারণও জানতে পারা যায় না। কিন্তু বাবা বলেন- তারা সবাই আবার ফিরে আসবে, কারণ এক ও একমাত্র এই বাবার থেকেই তো এমন প্রীতি সম্ভাষণ ও অভিবাদন পাওয়া যায়, তাই তারা (আত্মরা) সবাই আবার এই বাবারই শরণাপন্ন হবে।

গীত :- ওঁম্ নমঃ শিবায়ঃ .....।

ওঁম্ শান্তি! এই প্রচলিত গীত তো বাচ্চারা সময়-অসময়ে শুনেই থাকে, ফলে তাতেও তাদের পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণও করা হয়ে যায়। আর স্মরণ সর্বদা তাকেই করা হয়, যার দ্বারা কিছু না কিছু সুখ অনুভব করি আমরা। যেমন, বেনারসে যে শিবের মন্দির আছে, সেখানে বহু আত্মার সমাগম হয়, এই নিরাকার বাবাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যেই। যে রকম ভাবে লক্ষ্মী-নারায়ণকে সবাই স্মরণ করে, যেহেতু একদা তাঁদের রাজত্বকালেই প্রকৃত সুখ ছিল। আর সেই কারণেই রাজা-রাণীর মহিমাও এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সমগ্র দুনিয়ার মানুষই সেই এক গড-ফাদার অর্থাৎ পরমাত্মাকেই স্মরণ করে। সমগ্র বিশ্বে একমাত্র ওঁনাকেই নিরাকার অশরীরী পরমাত্মা রূপে মানা হয়, যেহেতু তিনি একা ও অদ্বিতীয়। আর একমাত্র তাঁকেই অবতার অর্থাৎ পুনর্জন্মবাদ (reincarnation) বলা হয়। আর এক শিববাবাই হচ্ছেন এমন, যিঁনি নিরাকার, অর্থাৎ তিনি কোন রকম সূক্ষ্ম বা স্থূল শরীর ধারণ করেন না। যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকর এঁনারা সবাই সূক্ষ্ম-শরীর ধারণ করেন, তাই এঁনাদেরকেও অবতার বলা যায় না। *'অবতার' শব্দটির তাৎপর্য অনেক উচ্চ ধারণার। যিঁনি হলেন একমাত্র শিববাবা, সকলেরই পিতা।* তিঁনিই সকল আত্মাদেরকে সুখ প্রদান ও পতিতদেরকে পবিত্র-পাবন করেন। এই দুনিয়ায় সকল মনুষ্য আত্মারাই প্রথমে যখন আসে তখন তারা সতোপ্রধানই থাকে, পরে ধীরে ধীরে সতো থেকে রজোঃ, ও তমোঃতে পরিণত হয়। পুনর্জন্ম নিতে নিতে সেই সকল আত্মাদেরই পতিত ও দুঃখী হতে হয়। ব্রহ্মাকেও মানুষ হিসাবে গণ্য করা হয়। বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ এঁনাদের সবাইকে মনুষ্য আত্মাই বলা হয়। তাই এই সকল আত্মাদেরকেও অবতার বলা যায় না। *অবতার হলেন এক ও একমাত্র পরমাত্মা শিববাবা।* পরমাত্মা বাবা তখনই এই ধরাতলে আবির্ভূত হয়ে তাঁর বাচ্চাদের (আত্মাদের) আশীর্বাদী-বর্সা প্রদান করেন - যখন এই দুনিয়া অপবিত্র-পতিতে পরিণত হয়। এই দুনিয়ার সকল মানুষই তাঁর সৃষ্টি। সৃষ্টির সবকিছুই তাঁরই

রচনা। যদিও প্রত্যেক আত্মা একই পরমাত্মাকেই ভিন্ন ভিন্ন নামে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে (গড়-ফাদারকে) স্মরণ করে, কিন্তু তাদের বুদ্ধিতে সেই এক বাবাই (গড়- ফাদার) থাকে। তবে তা এমন অবশ্য নয় যে, তারা (আত্মারা) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকর কে স্মরণ করে, কারণ তাদেরকে তো আর বাবা বলা যায় না। বাবা তো বলতে পারি কেবল এক ও একমাত্র সৃষ্টিকর্তাকেই। প্রত্যেক কল্পের সঙ্গমযুগে যখন সকল মানুষেরা (আত্মারা) অপবিত্র-পতিত হয়ে পড়ে, তখন পরমাত্মা বাবা অবতার হিসাবে অবতরণ করেন- পতিত কলিযুগকে আবার পবিত্র সত্যযুগে পরিবর্তিত করার জন্য। যেহেতু তিনি যে সৃষ্টিকর্তা। যদিও তা বলা হয়ে থাকে- ব্রহ্মার দ্বারা জগতের সৃষ্টি রচনা করান, শংকরের দ্বারা বিনাশ ও বিষ্ণুর দ্বারা এই জগৎ-এর পালনা তিঁনিই করান। আর ওনারাও আসেন এই ভারতেই। তাই শিবরাত্রিও এই ভারতেই পালন করা হয়। কিন্তু জগতের মানুষেরা শিববাবার আসল নাম, রূপ, দেশ, কাল সম্বন্ধে কিছুই জানে না। বাবা বলেন - "আমাকে না জেনেই জগতের লোকেরা, 'আমি সর্বত্র বিরাজমান' এই গ্লানি রটনা করে। যার কারণে আজ সমগ্র ভারতবাসী সম্পূর্ণ অপবিত্র হয়ে গেছে। এরপর আবার যখন সকল ভারতীয় আত্মারা একেবারেই অপবিত্র হয়ে পড়ে, তখন আবার আমি এই ধরায় অবতরণ করি। এই কলিযুগে কোনও পূজ্য আত্মা বা পবিএ আত্মা থাকতে পারে না। কেবলমাত্র পবিএ দুনিয়াতেই পবিএ আত্মারা থাকতে পারে, যাকে বলা হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। তুলনামূলক ভাবে কলিযুগ হল পাপাচারী দুনিয়া। কলিযুগের শেষ হলে সত্যযুগের শুরু হয়। বর্তমানের এই মধ্যবর্তী সময়কে বলা হয় সঙ্গমযুগ। দ্বাপর ও ত্রেতাযুগের মধ্যবর্তী সময়কে কিন্তু সঙ্গমযুগ বলা হয়না। অন্ত অর্থাৎ শেষ মানে পুরোনো জগতের সবকিছুরই শেষ আর নতুন দুনিয়া অর্থাৎ সত্যযুগের নব-স্থাপনা। যেহেতু সত্যযুগে কেবল পবিএ আত্মাদেরই বাস, তাই এরপর (সত্যযুগ) থেকে আত্মাদের গুণ ও শক্তির কলাও (মাত্রা) পরে ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। সত্যযুগ ও ত্রেতাযুগ এক সমান মাত্রায় থাকবে না। (১৬ কলা থেকে ১৪ কলায় আসবে)। বাবা বলেন - তোমরা বাচ্চারা খুব কম সংখ্যকই আমাকে চিনতে পেরেছো, অবশ্য এই সময়ে এমটাই হয়ে থাকে, কারণ এখানে মায়ার বিঘ্ন প্রতি মুহূর্তে উপস্থিত থাকার কারণে তোমাদেরকে বার বার এসব ভুলিয়ে দেয়। তোমরা (আত্মারা) বলে থাকো- "আমরা ব্রহ্মার সন্তান ও শিবের নাতি", যদিও তা বলো, নিজেরাই আবার তোমরা তা ভুলেও যাও। যদিও অজ্ঞানতাতেও একথা কখনো ভোলা উচিত নয়। যেমন জগতের লোকেরা তো সবার সামনেই বলে যে, তারা মোটেই ব্রহ্মার সন্তান নয়। কারণ তারা এসব একদমই ভুলে গেছে। এতটাই ভুলে গেছে যে, তারা আর তা মনেই করতে পারে না। এটা সত্যিই খুব আশ্চর্যের। ভারতবাসীরা এটা অবশ্যই জানে যে, স্বর্গের সৃষ্টি এক ও একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাই করে থাকেন, আর নরকের উৎপত্তি রাবনরূপ মায়ার দ্বারাই ঘটে। তবুও তারা এই দুটো কথাই ভুলে যায়। না তো তারা ঠিক মতন বাবাকে জেনেছে, না রাবন রূপ মায়াকে। তাই তো তারা যেমন শিবেরও পূজা করে, তেমনি রাবনকেও জ্বালাতে থাকে। কিন্তু এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, যাকে তারা পূজা করে- তাঁর কর্ম-কর্তব্যের কার্যকারীতার বিষয়ে বা তাঁর জন্মবৃতান্ত সম্বন্ধে কিছুই অবগত নয়। বিপরীতে যে রাবণকে তারা পোঁড়াচ্ছে, তারও প্রকৃত পরিচয় বা কেনই বা তাকে (রাবণকে) জ্বালানো হয়, এসবেরও কিছুই তারা জানে না। সব মানুষই তথা রাজা-রাণী থেকে প্রজা সবাই হচ্ছে এমনই তুচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন আত্মা। বাবা সকল আত্মাদেরকেই বোঝাচ্ছেন যে, যারা অন্য ধর্ম স্থাপন করার উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় আসেন, তাদেরকেও পুনর্জন্মবাদ (ইনকারনেশন) বলা যায় না। একমাত্র এই বাবারই অবতরণ ঘটে, তাও এই ভারতভূমিতেই। কিন্তু ভারতবাসীরা নিজেরাই তা ভুলে বসে আছে। জাগতিক দুনিয়ার লোকেরা যদিও পরমপিতা পরমাত্মার পূজা-অর্চনা করে থাকে, কিন্তু পরমাত্মা কবে, কখন এবং কেন আবির্ভূত

হন আর তিঁনি কি বা কর্ম-কার্যাদি করেন, এসবের কিছুই তারা জানে না। আর তাদের দুঃখের একমাত্র কারণ হলো, না তারা বাবার আসল পরিচয় জেনেছে, না এই সৃষ্টির আদি-অন্ত-মধ্য কে জানতে সক্ষম হয়েছে; এমনকি দেবী-দেবতাদের জন্ম-বৃতান্ত, গুণাগুণ সম্বন্ধেও তারা একেবারেই কিছু অবগত নয়। কিন্তু একটা সময় ছিল, যখন সকল ভারতবাসী কতই না সুখী ছিল এবং তখন তারাই সমগ্র বিশ্বের মালিকও ছিল। অথচ এখন সেই ভারতবাসীরাই বেমালুম ভুলে গেছে যে, আমরা (আত্মারা) সবাই কত পবিএ ও শ্রেষ্ঠাচারী আত্মা ছিলাম। এটা খুবই আশ্চর্যের যে, কিভাবে পুনরায় পবিএ শ্রেষ্ঠাচারী আত্মা হতে পারবে, সে সম্পর্কেও তারা সচেতন নয়। বাবা কতই না সহজ সরল ভাবে এসব কথাই বুঝিয়ে থাকেন। কিন্তু তিঁনি কাদের বা তা বোঝাবেন ? বাবা বলেন - "আমি আমার বাচ্চাদের বোঝানোর জন্য যদিও তাদের সামনে প্রত্যক্ষ হই কিন্তু সেক্ষেত্রে বাচ্চাদেরও তো প্রত্যক্ষ হতে হবে, কিন্তু তারা তো এক আধ বার মাম্মা, বাবাকে স্মরণ করে পরক্ষণেই আবার তাঁদেরকে ভুলে যায়। যা খুবই আশ্চর্যও লাগে"। অজ্ঞানী যারা তারাও তাদের লৌকিক বাবা, শিক্ষক ও গুরুকে ভোলে না কিন্তু। আর যেখানে এই পারলৌকিক পরমপিতা যিঁনি এত মহান, সবার দুঃখও দূর করেন, তাঁকেই তারা ভুলে গেছে। এই কারণেই বলা হয় যে, তারা (জগতের লোকেরা) এসব খুবই আশ্চর্য্যের সাথে শোনে, অন্যদেরকেও শোনায় আবার তা থেকে দূরেও সরে যায়। সত্যি, মায়া তুমি কতই শক্তিশালী! বেহদের পবিএ বাবার অর্ন্তভুক্ত হয়ে, ওঁনাকে শিক্ষকের মান্যতা দিয়ে ওঁনার কাছে পঠন-পাঠন শেখে। তিঁনিই যে পতিত-পাবন সদ্গুরু সঠিক ধারণায় তা বুঝেও, এই তিন-রূপধারীকেও ভুলে যায়। এক্ষেত্রে একজনকে ভুললেই তো তিন-রূপকেই ভুলবে, আবার একজনকে স্মরণ করলে তিন-রূপকেই স্মরণে আসবে। যেহেতু, ঐ তিন-রূপেই তিঁনি একত্রিত একাত্মা (কম্বাইন্ড)। উঁনি একাধারে যেমন বাবা, তেমনি শিক্ষকও আবার সদগুরুও বটে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ রূপে সঠিক (এক্যুরেট) পর্যায়ের। তাই বাবা বলছেন - *"আমি যেখানে তোমাদের (আত্মাদের) বাবা, তাই তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের স্বধাম পরমধামে নিয়ে যাবো। আবার আমি যেখানে তোমাদের শিক্ষক, তাই তোমাদেরকে সঠিক পাঠ পড়িয়ে অবশ্যই রাজারও রাজা বানাবো।"* তিনি আরও বলেন - *"যেহেতু আমি হলাম সদগুরু, তাই বাচ্চারা, তোমাদের পুরুষার্থের অনুযায়ী ক্রমিক নম্বরের ভিত্তিতে সবাইকে অবশ্যই নিজ ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।"* আর একথা তিঁনি অত্যন্ত দৃঢ়তার (গ্যারান্টি) সঙ্গেই বলেন। জীবনে চলার পথে চলতে চলতে এমন বাবাকেই অনেকে আবার ভুলেও যায়। মায়ার গ্রহের প্রকোপ এমনই শক্তিশালী যে, যারা আজ বাবাকে স্মরণ করছে, কাল সেই বাবার প্রতিই তাদের সংশয় উৎপন্ন হচ্ছে। এই ভাবেই তো কালক্রমে চলে আসছে। যারা মায়ার প্রকোপ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে সক্ষম হয়, সেইসব আত্মারাই অন্তিমে বাবার আশীর্বাদী-বর্সা নিতে সক্ষম হয়। অবশ্য, এ সবই ড্রামা অনুসারে হয়ে থাকে, যা অবিনাশী চিত্রপটেও খোঁদিত আছে। বিনাশ তো অবশ্যম্ভাবী- তখন তবে তোমরা কারই বা স্মরণ নেবে ? সকল আত্মাদেরই সদ্গতি দাতা হলেন এই এক ও একমাত্র ঈশ্বর। তিঁনিই সকল আত্মাদের শরণদাতা। সকল আত্মারা অবশেষে তাঁর কাছেই মাথা নত করবে, কিন্তু তখন ওঁনার আর কি বা করার থাকবে! আর এরকমটা হলে অর্থাৎ সকল আত্মরা একত্রে এলে এত ভীড় হবে যে, কোনো আত্মাই তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারবে না। এই অবিনাশী খেলা এমনই আশ্চর্য জনক ভাবে রচিত আছে। *যখনই আত্মাদের ভীড় বাড়বে, তখন বিনাশও শীঘ্রই ঘটবে। হ্যাঁ, তখন কেবল বাবার এই ধ্বনিই শুনতে পাবে যে, বাবা বলছেন "কেবলমাত্র আমাকেই স্মরণ করতে থাকো, এবার যে তোমদের নিজধামে ফিরে যেতে হবে।"* কিন্তু তখন বাবার সাথে মিলিত হয়ে আর কি লাভ হবে! তাই বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যদি কোনো আত্মা বিলাতেও থাকে এবং এক বাবাকেই স্মরণ

করতে থাকে, একমাত্র তা হলেই তার বিকর্ম বিনাশ হবে। যে সকল আত্মারা যেমন যেমন মনস্থির করবে, তারা অবশেষে সেই রকমই লক্ষ্যেই পৌঁছতে সমর্থ হবে। যদিও বহু পূর্বেই সবাই এই সম্বন্ধে অবগত আছে। এক জায়গায় একত্রে এত আত্মা মিলিত বা হবে কিভাবে! কিন্তু, এ এক অতি মনোহর আশ্চর্য জনক নাট্যশালায় পরিনত হয়ে আছে যে। আর তখনই সবাই বুঝতে পারবে যে, বাবা অবশ্যই এসেছেন। যেমন খ্রীষ্টানরা সবাই তো আর পোপের কাছে পৌঁছতে পারে না। তেমনি এখানেও অবশেষে সবাই জানতে পারবে বাবা এসেছেন , সবাইকে মায়া-রাবণের কবল থেকে মুক্ত (লিবারেট) করে পরমধামে নিয়ে যাবারর জন্য। এই ধরাতলে এক ভয়ানক বিনাশ যে হবেই হবে। রুদ্রের মালা দেখতে কতই না সুন্দর, সেই তুলনায় বিষ্ণুর মালা কত ছোট। এমনিতে তো বলা হয় যে, সব মালাই বিষ্ণুর। সেক্ষেত্র প্রথমে তো সবাই বিষ্ণুকেই জানবে। আবার মনুষ্যত্বের (হিউম্যানিটির) গ্রেট গ্রেট গ্রান্ড ফাদার অর্থাৎ মহান বাবা তো ব্রহ্মাকেই ভাবা হয়। এই ব্রহ্মাই পরবর্তীতে বিষ্ণু হন। বিষ্ণুরই দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ। দুজনেই যদিও আত্মা, অথচ সেখানে কিন্তু কোনও তফাৎ নেই। যা সত্যই খুব আর্শ্চয্যের। এই সুন্দর কথাটা জীবনে মন্থন করতে পারলেই প্রকৃত সুখের অধিকারী হবে। বাবা বাচ্চাদের তাই বোঝান যে, নব অবতাররূপ (reincarnation) একমাত্র পরমাত্মাকেই বলা হয়, কারণ অন্য আত্মাদের মতন তাঁর নিজস্ব কোনও শরীর নেই। যেখানে অন্যদের নিজের নিজের শরীর থাকে। তাই তো তিঁনি অন্যের (আত্মার) শরীরে আশ্রয় নেন। *একমাত্র এই শিববাবা ব্যতীত অন্য সকল আত্মাই শরীর ধারণ করে।* আশ্রয়কারীর শরীর তো অন্যের আমানত বা সম্পত্তি। এমন ভাবে কোনো আত্মাই একথা কখনোই বলে না যে, সে (আত্মা) অন্যের শরীরে আশ্রয় নিয়েছে। বরং আত্মারা তার শরীরকে নিজের বলে দাবি করে। কিন্তু শিববাবা এমন কথা বলতে পারেন না- এটা আমার শরীর। উঁনি কেবল অন্যের শরীরকে আধার করেন- ওঁনার বাচ্চাদেরকে জ্ঞানদান আর যোগ শেখাবার জন্য। বাচ্চারা তা ভালভাবেই জানে, শিববাবা এই ব্রহ্মাবাবার শরীরকেই আধার বানিয়েছেন, তবুও কিন্তু তারা বারে বারেই তা ভুলে যায়। যখন তারা দেহ-অভিমানে চলে আসে, তখন তা নিরীক্ষণ করার শক্তি বিলুপ্ত হওয়ার কারণে। তখনই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা করার কথা ভুলে যায়। তারা তো জানেই বাবা কি অমূল্য সম্পদ, কি অসীম তাঁর গুণাবলী। আর তা তেমন ভাবে জানতে পারলেই, তাঁর নির্দ্দেশিত পথে অবশ্যই তারা চলতো। প্রতিটা পদক্ষেপই শ্রীমৎ অনুসারে চলা উচিত। কিন্তু মায়ার প্রকোপ তাদেরকে সবকিছুই ভুলিয়ে দেয়। তাই তো তারা কখনো বাবার শ্রীমতে চলে তো কখনো নিজের মতে যা আসুরিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। সেই কারণেই তারা নিজেদেরকে কখনো হাল্কা, কখনো ভারি অনুভব করে। তাই তারা সবকিছুতেই দ্বিমত পোষণ করে ও দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। অতএব- এক শিববাবার শ্রীমতে চলতে থাকাই শ্রেয় পথ, সেই পথই ঊর্ধগামী হতে সাহায্য করে। তবুও কিন্তু তারা নিজেদের মতেই চলে থাকে। বাবা বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে যে সব নির্দেশনা দিয়ে থাকেন, সেটাকে অবশ্যই জীবনে ধারণ করতে হবে। তার পরেও যদি কিছু ঘটে, তখন বলতে পারো ড্রামাতে তো এমনই ছিল। রাজধানীও তো অবশ্যই স্হাপিত হতে হবে, যদিও তাতে কোনও প্রকারের তফাৎ পড়বে না। বাবার সাক্ষ্যাৎ পেতে তো অনেকেই আসে, কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস না থাকায়, যেই তারা বাড়ি ফেরে তখনই সব ভুলে যায়। নিশ্চয়তা নিয়ে যে আসে না তারা। কারো বাবার প্রতি বিশ্বাস ৫ শতাংশ আবার কারো ১৫ শতাংশ । অজ্ঞান কালেতে কিন্তু আমরা আমাদের কাকা, মামা কে ঠিকই চিনতে পারি, কৈ সেখানে তো আমাদের কোনো সংশয় থাকে না। কিন্তু, এখানে মায়ার কবলে পড়ে বাবার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে সংশয়াতীত হয়ে তোমরা ক্রমশই অধোগতিতে নিম্নগামী হচ্ছো। যদিও বা কখনও বিশ্বাস বাড়ে, আবার সেটাও অদৃশ্য হয়ে যায়। এটাই

খুবই আশ্চর্যের! এক শিববাবাই হলেন একাধারে বাবা, শিক্ষক ও সদগুরু। প্রত্যেক আত্মার-ই তাদের ক্রমানুসারে আগের কল্পের মতই জ্ঞান প্রাপ্তি হবে। আগের কল্পে যে সকল আত্মারা যে রকম আশীর্বাদী-বর্সার অধিকারী ছিল, এই কল্পে তাদের প্রত্যেকেরই সেই অনুযায়ী কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় চলছে। বর্তমান এই সময়ে আমাদের অর্থাৎ বি.কে. ব্রাহ্মণদের মালা গাঁথা হচ্ছে না, কারন মায়ার প্রকোপ পড়লেই তো তাদের অধোগতিও হতে পারে। তারা তখন প্রজার মালাতেই যুক্ত হবে, সেখানেও তারা (আত্মারা) একবার এটা, তো আরেকবার ওটা, এই করতে থাকে। কিন্তু তারা (আত্মা) মালাতে অবশ্যই থাকবে। একটি হল রুদ্রের মালা, অপরটি বিষ্ণুর মালা। এর প্রথমটি হলো পবিএ ঈশ্বরীয় মালা, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে শারীরিক জগতের মালা। এই ব্যাপারটা বোঝার জন্য অসীম বুদ্ধিবৃত্তির এবং স্বচ্ছ বুদ্ধির কর্তব্যপরায়ণ আত্মার প্রয়োজন, অবশ্যই যিনি বাবার শ্রীমতে চলে সম্পূর্ণ ভাবে বিস্বস্ত ও আজ্ঞাকারী বাধ্যের হবে। যেই সেবার দ্বারা শিববাবার এই বিশাল জ্ঞান-রত্নের ভান্ডারের রত্নও অন্যদেরকেও দিতে সক্ষম হবে। যা শিববাবার কার্য উপযোগীতার মহানতার বিসয়ে। জগতের লোকেরা পতিত-পাবন শিববাবাকে আহ্বান করে বলে- হে পতিত-পাবন বাবা, তুমি আসো। যেহেতু এই বাবাই দুনিয়াকে পবিত্র-পাবন বানায়। পরবর্তী কালে ধীরে ধীরে এই দুনিয়া আবার অপবিত্রে পরিনত হয়। তখন সেই বাবাকেই আবার আসতে হয় অপবিত্র দুনিয়াকে পবিএ করতে। কি অপূর্ব অভিনয়ের খেলা চলতে থাকে এই সঙ্গম সময়ে। সেই কারণেই পরমপিতা পরমাত্মার এত মাহাত্ম্য, তাই তো ওঁনার প্রতি সমর্পণ হতে হয়, যেহেতু তিঁনি তাঁর এই অপূর্ব কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় করেই চলেছেন। তিনিই এক ও একমাত্র পরমাত্মা, প্রথমেই যাঁকে সবাই স্মরণ করে। জগতের লোকেরা তাই তো সেই একজনেরই (পরমাত্মার) জন্মদিন পালন করে, যিনি এই জগতের সৃষ্টি কর্তা। যাকে শিববাবা তাঁর মনের মতন করে তৈরি করেন, জগতে তার কতই না মহিমা। এই সময় জগতের সকল মানুষই অপবিত্র-পতিত এবং ভ্রষ্টাচারী। সত্যযুগে তারাই ছিল কত শ্রেষ্ঠাচারী, তা ছিল যেন পরীদের দেশ। যা বর্তমানের সাথে একেবারেই দিন রাতের তফাৎ। এখন আমরা শিববাবার থেকে সেই আশীর্বাদী-বর্সার অধিকারী হচ্ছি। তাই এখন আমাদের অন্য কি বা পালন করতে হবে আর ? ভক্তিমার্গে তো কত কিছুই পালন করতে হতো। কিন্তু, এই সময়ে তোমাদেরকে কেবল শ্রীমতে থেকে, কঠোর পুরুষার্থ করে যেতে হবে। কর্ম-কর্তব্য ও সেবাও করতে হবে। সকল আত্মাদের বোঝানোর জন্য যে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, সেটাও খুবই ভালো। ঈশ্বরীয় সেবার কর্ম-কর্তব্যের দিকটা সকল বাচ্চাদেরকেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য দিতে হবে। যে সকল আত্মারা ঈশ্বরীয় জ্ঞান রত্নের সম্পদে পালিত হয়, তাদের তো সে ভাবেই সম্পূর্ণরূপে কর্ম-কর্তব্য করতেই হবে, যাতে অতি শীঘ্রই জগতের সকল মানুষেরই কল্যাণ সাধিত হয়। *আচ্ছা।*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি জানাচ্ছেন ওঁনার নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) (চড়তি কলাতে) উন্নতির সোপানে পৌঁছানোর জন্য প্রতিটি পদক্ষেপেই বাবার শ্রীমত অনুসারেই চলতে হবে। বাবাকে সঠিক ভাবে জেনে আর দেহী-অভিমানী হয়ে পুরোপুরি আনুগত্য বজায় রাখতে হবে।

২) ঈশ্বরীয় সেবার প্রতি সকল আত্মাদেরকে যথাযথ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, আর তাঁর স্মরণে থেকেই বুদ্ধিকে স্বচ্ছ ও অসীম শক্তিশালী বানাতে হবে।

বরদান :- বাবার সাথে থেকে অসম্ভবকে সহজেই সম্ভবে বদলে দিতে পারা সফলতামূর্ত ভব (হও)।

বাবাকে সাথে রাখা অর্থাৎ তাঁরই প্রতি এক বল আর এক ভরসা রেখে সকল কার্য্য করার এই সহজ বিধিই হলো, সফলতা প্রাপ্তির সহজ উপায়। বাবার শ্রীমতে চললে যতই সমস্যা আসুক না কেন, তখন অসম্ভব কার্য্যকেও সম্ভব মনে হয়। ব্রাহ্মণদের জীবনে যে কোনও কার্য্যই হোক, সেটা স্থূল বা আত্মিক পুরুষার্থই হোক না কেন, তা অসম্ভব কখনই হবে না, কারন সর্বশক্তিমান বাবা যখন সাথে আছেন, তখন পাহাড় রূপ কঠোর পরিশ্রমও সরিষার মতন ক্ষুদ্র হয়ে যাবে। কি হবে, কি করে করবো- এই সংকল্পও কখনো মনে আসবে না।

স্লোগান :- সময়ের মহত্বকে সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে পারলেই সমগ্র প্রাপ্তির জ্ঞান-রত্নই সম্পদে সম্পন্ন হয়ে যাবে।